মুখবন্ধ

বিশ্বের অন্যতম ঘনবসতিপূর্ণ দেশ বাংলাদেশে জনসংখ্যার তুলনায় জমির পরিমাণ অপ্রতুল। ক্রমবর্ধনশীল জনসংখ্যা, অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং মানুষের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতির সঙ্গে ভূমির পরিমাণ ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। পর্যালোচনা করে দেখা গেছে, চল্লিশেরও অধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিসেবা মাঠ প্রশাসন থেকে প্রদান করা হচ্ছে। ভূমি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বর্তমানে প্রচলিত ম্যানুয়াল পদ্ধতি সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে জনগণের প্রত্যাশিত মানে পৌঁছতে সক্ষম হয়নি। কমসময়, কম খরচ এবং হয়রানিমুক্তভাবে সেবা প্রদানের পাশাপাশি ভূমির তথ্য সঠিক পদ্ধতিতে সংরক্ষণের লক্ষ্যে এর আধুনিকায়ন, দক্ষ ও তথ্য প্রযুক্তিসম্পন্ন ব্যবস্থাপনা অতীব জরুরি। এছাড়া ২০২১ সালের মধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়ন করতে হলে ভূমিসেবাকে অতীব গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করতে হবে। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে অন্যান্য সেবার পাশাপাশি ভূমি ব্যবস্থাপনা ও সেবা ডিজিটাইজেশনের বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

ভূমিসেবাকে জনগণের হাতের মুঠোয় পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে মন্ত্রণালয়, অধিদপ্তর ও মাঠ পর্যায়ে বিভিন্ন ই-সেবা তৈরি করা হচ্ছে যেগুলোর সমন্বয় সাধন অপরিহার্য। ভূমিসেবা-সংক্রান্ত সকল উদ্যোগকে প্রযুক্তিগত ও নিরাপত্তার দিক থেকে বাস্তবায়নযোগ্য একটি সমন্বিত একক উদ্যোগে পরিণত করার লক্ষ্যে ভূমি-তথ্য ও সেবাকাঠামোর বিষয়টি দীর্ঘদিন ধরে উত্থাপিত হচ্ছিল। কেননা ভূমি ব্যবস্থাপনা ও ভূমিসেবা নিয়ে প্রযুক্তিভিত্তিক ভিন্ন ভিন্ন উপাত্তভান্ডার আন্তঃচলমান (Interoperable), নির্ভরযোগ্য ও সংগতিপূর্ণ না হলে পারস্পরিক তথ্য বিনিময় এবং অধিকতর সুফলপ্রাপ্তি বাধাগ্রস্ত হবে। ভূমি-তথ্য ও সেবাকাঠামো (Land Information and Service Framework: LISF) যথাযথভাবে তৈরি, বাস্তবায়ন এবং এই কাঠামোর আওতায় ভূমি জরিপ, রেজিস্ট্রেশন ও মিউটেশন কার্যক্রম সমন্বয়ের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রণয়নের জন্য ২৯ জুন ২০১৫ তারিখে সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগকে সভাপতি করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ একটি কমিটি গঠন করে। উক্ত কমিটি সাতটি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা করে ৪৭টি সুপারিশ প্রণয়ন করে যার ধারাবাহিকতায় ভূমি-তথ্য ও সেবাকাঠামোর ভার্সন ০১ তৈরি করা হয়েছে এবং ইতোমধ্যে আর-এস খতিয়ান সিস্টেম (RS-K), ই-নামজারি (E-Mutation) ও উত্তরাধিকার ক্যালকুলেটর এই কাঠামোতে সংযুক্ত (Integration) করা হয়েছে।

ভূমি-তথ্য ও সেবাকাঠামো বাস্তবায়নের মাধ্যমে ভূমিসংক্রান্ত সকল সেবার জন্য একটি একক কাঠামো (Common Platform) সৃষ্টি হবে এবং আন্তঃচলমানতা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। এই কাঠামোর অধীনে তৈরিকৃত যেকোনো ভূমিসেবা পরস্পরের সাথে সমন্বিত (Integrated) থাকবে এবং একটিমাত্র সেবা-ক্ষেত্রের (land.gov.bd) মাধ্যমে সহজে সেবা প্রদান করা সম্ভব হবে। বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক এই কাঠামো ব্যবহারের লক্ষ্যে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর প্রমিতমান প্রণয়ন করার প্রয়োজনীয়তা থাকায় ভূমি-তথ্য ও সেবাকাঠামোর উপাত্তমান (Data Standard) এবং সমন্বয়মান (Integration Standard) নির্ধারণ করা হয়েছে। উল্লিখিত দুটি প্রমিতমান তথ্য-প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/সংস্থার প্রতিনিধিদের নিয়ে ০৪ সেপ্টেম্বর ২০১৬ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সম্মেলনকক্ষে আয়োজিত এক কর্মশালায় বিস্তারিত আলোচনাপূর্বক চূড়ান্ত করা হয়।

ভূমি-তথ্য ও সেবাকাঠামোর উপাত্তমান এবং সমন্বয়মান প্রণয়নের সঙ্গে সম্পৃক্ত মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, ভূমি মন্ত্রণালয়, এটুআই প্রোগ্রাম, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের কর্মকর্তা এবং তথ্যপ্রযুক্তি বিশেষজ্ঞদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আশা করছি উল্লিখিত প্রমিতমানসমূহ ব্যবহার করে ভূমিসংক্রান্ত ই-সেবা কাম্য সময়ের মধ্যে জনবান্ধবরূপে তৈরি এবং সারাদেশে দ্রুত সম্প্রসারণ করা সম্ভব হবে।

২৫.০৪.১৭

(মোহাম্মদ শফিউল আলম)
মন্ত্রিপরিষদ সচিব